গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.dip.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০১.০০০০.১০১.৪৪.০২৩.২৩.৯২

তারিখঃ ০১ মাঘ ১৪৩২ / ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আহসান হাবিব, বর্তমানে উপসহকারী পরিচালক হিসেবে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, টাঙ্গাইলে কর্মরত আছেন; এবং

যেহেতু, জনৈক মোছাঃ মারুফা খাতুন, পিতা- মোঃ মহিদুল ইসলাম, মাতা- মোছাঃ শাহানারা খাতুন, স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম-নাগরঘাটা, থানা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা; বর্তমান ঠিকানাঃ বাসা নং-৪২, রোড নং-০১, সেক্টর-০৬, হাউজবিল্ডিং উত্তরা পূর্ব, ঢাকা-এর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ৭৩৬৩৩৫৮৪৬১ ব্যবহার করে গত ০৭-০৭-২০২৪ খ্রিঃ তারিখে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উত্তরা, ঢাকায় ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদনপত্র জমা করেন যার ইআইডি নং ৪০১১-০০০৫১২৪৩৩। পরবর্তীতে পুলিশ ভেরিফিকেশনে উক্ত আবেদনকারীর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা সঠিক নয় এবং আবেদনকারী রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ভুক্ত মিয়ানমারের নাগরিক মর্মে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। তাছাড়া, ভুয়া কাগজপত্র ও অসত্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিজের প্রকৃত নাম ঠিকানা গোপন করে ভিন্ন ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে উক্ত আবেদনকারী ই-পাসপোর্টের আবেদন করেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। উক্ত আবেদনপত্রটি গ্রহণ হতে এনরোলমেন্টকরণ পর্যন্ত দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিতপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অধিদপ্তর হতে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উত্তরা, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন উক্ত ইআইডি'র আবেদনটি নিজ নামীয় সীল ও স্বাক্ষর দিয়ে জমা গ্রহণ করেন। আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি সঠিকভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করে তার প্রাক-পরিচয় নিশ্চিত হয়ে আবেদন জমা গ্রহণ করা একজন কর্মকর্তার দায়িত্ব থাকলেও তিনি এরকম দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ নিযুক্তিতে থেকেও দাখিলকৃত দলিলাদি সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করেননি এবং আবেদনকারীর সাথে কথা বলে তার প্রাক-পরিচয় নিশ্চিত হননি। এতদ্বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উত্তরা, ঢাকা হতে তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হলে তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তার প্রদত্ত লিখিত ব্যাখ্যা পর্যালোচনান্তে সন্তোষজনক এবং গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, তার কর্তৃক গ্রহণকৃত উক্ত আবেদনের সাথে সরবরাহকৃত জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা ও বিদ্যুৎবিলে উল্লেখিত বর্তমান ঠিকানার মিল থাকলেও জাতীয় পরিচয়পত্রের অনলাইন কপিতে স্থায়ী ঠিকানার ভিন্নতা পাওয়া যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, দাখিলকৃত জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য বিকৃত করা হয়েছিল অর্থাৎ দাখিলকৃত পরিচয়পত্রের কপিটি মূল জাতীয় পরিচয়পত্র হতে করা হয়নি, বরং এডিট করে ঠিকানা ও ফটো পরিবর্তন করা হয়েছিল। এতদ্বিষয়ে তদন্তের জন্য নিয়োগকৃত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আবেদনপত্র গ্রহণের সময় প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের অনলাইন কপিতে উল্লেখিত ঠিকানা যাচাই না করার কারণেই এটি সংঘটিত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে এবং তার সংশ্লিষ্টতার বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ০৭/১২/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০১.০০০০.১০১.৪৪. ০২৩.২৩.৩৩৪৪ নম্বর স্মারক মূলে বিভাগীয় মামলা নম্বর ৩৪/২০২৫ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মচারী গত ১৭/১২/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে উক্ত অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্তের আবেদনের প্রেক্ষিতে তার লিখিত জবাব বিবেচনায় গত ০৭/০১/২০২৬ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব, নথিপত্র এবং তার চাকরিকাল ইত্যাদি পর্যালোচনায় তাকে 'লঘুদণ্ড' আরোপ যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আহসান হাবিব, উপসহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, টাঙ্গাইল-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪ (২) এর (খ) বিধি মোতাবেক **০১(এক) বছরের জন্য 'বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত'** লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
মেজর জেনারেল মোঃ নুরুল আনোয়ার
বিএসপি, এসজিপি, এনডিসি, এইচডিএমসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি
মহাপরিচালক।

স্মারক নং- ৫৮.০১.০০০০.১০১.৪৪.০২৩.২৩.**৯২**

তারিখঃ ০১ মাঘ ১৪৩২ / ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়

১) সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/(পাসপোর্ট, ভিসা ও পরিদর্শন)/(ডাটা এন্ড পার্সোনালাইজেশন সেন্টার)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) সিস্টেম এনালিস্ট, ডাটা এন্ড পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা **(অত্র প্রজ্ঞাপনটি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
৪) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫) পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ... (সকল)।
৬) ডিস্ট্রিক্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, টাঙ্গাইল।
৭) উপপরিচালক, ... শাখা, প্রধান কার্যালয়, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা (সকল শাখা প্রধান)।
৮) মহাপরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯) সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০) ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মাসব্য ও অর্থ)/(পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আহসান হাবিব, উপসহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, টাঙ্গাইল।
১২) সংশ্লিষ্ট নথি।

১৫/০১/২০২৬

(মোছাঃ তাজমা খাতুন)
সহকারী পরিচালক (গোপনীয়)
মহাপরিচালকের পক্ষে।
adadmin@passport.gov.bd